website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৭

তারিখঃ ০৫ চৈত্র ১৪২৬ / ১৯ মার্চ ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ- ১৬ মে ২০১৯ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৬, তারিখ- ১৯ মে ২০১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর ৬(ক)নং শর্ত নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়ঃ

''৬(ক) সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ 'এসএমএ' মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে। তবে, উক্ত ঋণসমূহের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে সংরক্ষিত প্রভিশন কোনভাবেই আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। ঋণের যে পরিমাণ অংশ আদায় হবে আনুপাতিক হারে প্রভিশনের সে পরিমাণ অংশ আয় খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ 'এসএমএ' মান বিবেচনায় আবশ্যিক প্রভিশনের সমপরিমাণ প্রভিশন General Provision হিসেবে বিবেচনা করা যাবে এবং অবশিষ্ট অংশ Specific Provision হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।''

এক্ষণে, ব্যাংকসমূহের মূলধন সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকৃত/ এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ 'এসএমএ' মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে। উক্ত ঋণসমূহের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন হিসাবায়নপূর্বক এর ৫০% জেনারেল প্রভিশন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে রক্ষিত প্রভিশন এর পরিমাণ ৫০% এর অতিরিক্ত হলে তা Specific Provision হিসেবেই সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে রক্ষিত প্রভিশন কোনভাবেই আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

এতদ্বারা, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৬, তারিখ- ১৯ মে ২০১৯ এ প্রদত্ত নির্দেশনা বাতিল করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ সার্কুলার লেটার জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২